ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2060-2071
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.467

‘কুড়ুন্দোগৈ’ ও ‘বৈষ্ণব পদাবলী’-তে প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগ

ড. শ্রীনাথ মাইতি, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ক্লাসিক্যাল তামিল টেক্সটস বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন প্রোজেক্ট: এট্টুত্তোকাই-পত্তুপ্পাট্টু, সেন্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অফ ক্লাসিক্যাল তামিল (CICT), চেন্নাই, ভারত*

ড. সেন্থিল প্রকাশ সেলকুট্টি, *সহযোগী অধ্যাপক, তামিল বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The aesthetic and functional application of nature in two distinct literary traditions: the ancient Tamil Sangam work, ‘Kuruntokai’, and the medieval Bengali ‘Vaishnava Padavali’. Despite being separated by significant temporal and geographical divides, both traditions utilize nature as a sophisticated rhetorical tool to express profound human emotions, particularly love and longing.

In ‘Kuruntokai’, nature is structured through the Akam (inner life) tradition, utilizing the Tinai system— classifying landscapes based on place, time, and specific environmental elements (Karupporul)— to mirror human psychological states (Uripporul). Techniques like Ullurai Uvamam (implied simile) and Iraicci (suggestive meaning) allow poets to convey complex emotional messages through natural imagery. Similarly, ‘Vaishnava Padavali’ employs nature as an *Uddipan Bibhab* (stimulant of emotions), where the lush landscapes of Vraja and the changing seasons act as dynamic catalysts for Radha’s spiritual devotion and pangs of separation from Krishna.

While ‘Kuruntokai’ remains rooted in realistic, secular depictions of nature as a reflection of the human psyche, ‘Vaishnava Padavali’ elevates nature into a transcendental realm, where every element resonates with divine consciousness. The article concludes by emphasizing that both traditions converge in their use of natural imagery to transcend geographical boundaries, articulating the universal language of love and separation, and highlighting the contemporary relevance of this ecological perspective in understanding the intrinsic bond between humanity and the environment.

Keywords: Nature, Imagery, Season, Figurative, Love, Separation, Heart

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তামিল সঙ্গম সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ‘‘বৈষ্ণব পদাবলী’’ দুটি ভিন্ন কালখণ্ড ও ভৌগোলিক অবস্থানের ফসল হলেও মানবিক অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশে এই দুই ধারার মধ্যে এক গভীর সংহতি পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদী সাহিত্যের ইতিহাসে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আবেগ, বিশেষ করে প্রেম, বিরহ ও মিলনের তীব্রতাকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য প্রকৃতিকে সবচেয়ে বড় আলঙ্কারিক মাধ্যম হিসেবে

ব্যবহার করা হয়েছে[১]। বিশেষত প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগ এবং নিসর্গের মাধ্যমে অন্তরের গূঢ়তম আবেগ বা 'আকম' (Akam) অনুভূতিকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এই দুই সাহিত্যধারা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

'কুড়ুন্দোগৈ': সঙ্গম সাহিত্যের প্রকৃতি-নিসর্গ ও প্রেক্ষাপট

সঙ্গম সাহিত্য বলতে মূলত খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে তামিলনাড়ুতে রচিত ধ্রুপদী সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডারকে বোঝায়, যা 'আটটি কাব্যসংগ্রহ' বা 'এত্তুত্তোগৈ' নামে পরিচিত[২]। ''কুড়ুন্দোগৈ'' এই সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যাতে মোট ৪০১টি ছোট কবিতা বা পদ স্থান পেয়েছে। এই কাব্যের পদগুলো চার থেকে আট লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এর প্রতিটি চরণে প্রকৃতির এমন নিপুণ ও সংকেতবাহী বর্ণনা রয়েছে যা সমকালীন সাহিত্যে বিরল।

''কুড়ুন্দোগৈ'' কাব্যকে প্রাচীন তামিল সমাজের জীবনদর্শন, শৌর্য এবং বিশেষ করে প্রেমের এক জীবন্ত বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। এই সংকলনের ২০৫ জন কবির মধ্যে অন্তত ১৬ জন নারী কবি ছিলেন, যা তৎকালীন সমাজের উচ্চমার্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। এই কবিরা ছিলেন প্রকৃতি-উন্মাদ। তাঁদের কাছে প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয়, বরং মানবিক আবেগের এক বিশ্বস্ত দর্পণ। কবি কপিলর, নক্কীরনার বা মাদুরাই কান্নানারের মতো মহান কবিরা প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানকে(গাছপালা, পশুপাখি, ঋতুচক্র) এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা মানুষের 'আকম' বা অন্তরলোকের সুখ-দুঃখের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

তামিল সাহিত্য কাঠামো অনুযায়ী 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর মূল ভিত্তি হল 'আকম' কাব্যরীতি। আকম অর্থ হল অন্তরের অনুভূতি, যা প্রধানত নর-নারীর প্রেম ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। এখানে প্রকৃতির প্রয়োগ অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। ''তোলকাপ্পিয়াম্'' নামক প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থে এই আলঙ্কারিক প্রয়োগকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে: *মুতলপোরুল* (স্থান ও কাল), *করুপ্পোরুল* (আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য) এবং *উরিপ্পোরুল* (মানবিক আবেগ)[৩]।

প্রাচীন তামিল কাব্যে প্রকৃতির প্রয়োগ সুশৃঙ্খল কাঠামোর ফল। এই কাঠামোর তিনটি প্রধান স্তম্ভ (মুতল, করু এবং উরি) কাব্যের রূপকল্প নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. মুতলপোরুল: স্থান ও কালের ভিত্তি

মুতলপোরুল বলতে কাব্যের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে নির্দিষ্ট স্থান বা ভৌগোলিক অঞ্চল এবং নির্দিষ্ট সময় বা ঋতুকে বোঝায়। সঙ্গম কবিরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মন এবং আচরণ তার পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে তামিল ভূখণ্ডকে পাঁচটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে, যাকে 'থিনাই' বলা হয়।

২. করুপ্পোরুল: নিসর্গের শৈল্পিক উপাদান

প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চলের নিজস্ব গাছপালা, ফুল, পশুপাখি, পেশা এবং উপাস্য দেবতা থাকে, যাকে বলা হয় *করুপ্পোরুল*। এই উপাদানগুলো কাব্যের চিত্রকল্পে প্রাণের সঞ্চার করে। যেমন, কুরিঞ্জি অঞ্চলে ময়ূরের নাচ বা হাতির গর্জন কেবল বর্ণনা নয়, তা মিলনের উল্লাস বা বিরহের গাম্ভীর্যকে ফুটিয়ে তোলার আলঙ্কারিক মাধ্যম।

৩. উরিপ্পোরুল: মানবিক আবেগের নির্যাস

উরিপ্পোরুল হল কাব্যের মর্মবস্তু বা মূল মানবিক প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতি যখন মানুষের আবেগের অনুগামী হয়, তখনই উরিপ্পোরুল সার্থকতা পায়। ''কুড়ুন্দোগৈ''-এর কবিরা দেখিয়েছেন কীভাবে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতেও সুর বদল হয়।

বিষয়টি সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

প্রাকৃতিক অঞ্চল (থিনাই)	সংশ্লিষ্ট আবেগ (উরিপ্পোরুল)	প্রাকৃতিক সংকেত/উপাদান (করুপ্পোরুল)	ঋতু ও সময়
কুরিঞ্জি (পাহাড়)	মিলন ও অনুরাগ	ময়ূর, হাতি, চন্দন, কুরিঞ্জি ফুল	শীতকাল, মধ্যরাত
মুল্লাই (অরণ্য)	ধৈর্যশীল প্রতীক্ষা	হরিণ, জুঁই (মুল্লাই ফুল), গরু, ময়ূর	বর্ষাকাল, সন্ধ্যা
মরুদম (কৃষিভূমি)	কলহ ও অভিমান	সারস, মহিষ, আম গাছ, পদ্ম	বসন্তকাল, ভোর
নেইদাল (সমুদ্রতট)	বিরহ ও করুণ আর্তি	হাঙর, গাঙচিল, পুন্নাই গাছ	শরৎকাল, গোধূলি
পালাই (মরুভূমি)	বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছেদ	ঈগল, গিরগিটি, ক্যাকটাস	গ্রীষ্মকাল, দুপুর

'কুড়ুন্দোগৈ'-এর পদাবলীতে প্রকৃতির বাস্তবধর্মী ও রূপকের প্রয়োগ:

'কুড়ুন্দোগৈ'-এর কবিদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রখর। এই সংকলনের পদে প্রায় ৮৭ প্রকার উদ্ভিদ, ২৮ প্রকার পশু এবং ২২ প্রকার পাখির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের বর্ণনা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, সেইসঙ্গে মানবিক পরিস্থিতির এক নিগুঢ় ব্যঞ্জনা বহন করে। এবিষয়ে জনৈক আলোচকের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

> The lotus, water lilies, the king fisher, the otter, the mango tree and its fruits are in abundance in these poems. Vāḻai, ayirai, kentai and other kinds of fish that are found in tanks and rivers are often described by the poets. The patient but irresponsible buffalo as it looks and the bee wheeling from flower to flower, when it has sucked one flower dry are compared to a hero, who is in pursuit of unlawful pleasure with different women.[৪]

'তোলকাপ্পিয়ম্'-এর 'উভমৈয়াল' (Uvamaiyal) অধ্যায়ে উপমা বা 'উভমম্-কে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— ক্রিয়া বা ভিনৈ (Vinai), ফল বা পয়ন্ (Payan), অবয়ব বা মেয় (Mey), এবং রঙ বা উরু (Uru)[৫]। 'কুড়ুন্দোগৈ' কাব্যে এই চার প্রকার উপমার অজস্র প্রয়োগ দেখা যায়।

১. ভিনৈ উভমম্ (Vinai Uvamam / ক্রিয়াগত সাদৃশ্য): যখন প্রকৃতির কোনো গতিশীল আচরণ মানুষের কোনো কাজের উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, "কুড়ুন্দোগৈ" কাব্যে পাহাড়ি ঝরনা যখন পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন তার গতিশীল ও বক্র রূপকে তুলনা করা হয়েছে সাপের চলাচলের সঙ্গে—

> The village is situated on the top of the (lofty) mountain with pure white cascades falling looking like the peeled off skin of the snake. Protect her (my lady-love) and prosper![৬]

এখানে তরঙ্গের বক্র ও দ্রুত গতি বা 'ক্রিয়া' হচ্ছে উপমার মূল ভিত্তি।

২. পয়ন্ উভমম্ (Payan Uvamam / ফলগত সাদৃশ্য): যখন কোনো ক্রিয়া বা প্রাকৃতিক ঘটনার চূড়ান্ত ফল বা প্রভাবকে মানুষের মানসিক অবস্থার ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন, কবি বেল্লিভীদিয়ার (Vellivitiyar) রাতের আকাশের অগুণতি তারার সঙ্গে তুলনা করেছেন সেইসব প্রেমিক-প্রেমিকাদের, যারা সামাজিক বাধার মুখে রাতের অন্ধকারে পলায়ন (Elopement) করছে:

> There are so many other couples in this world: more than all the stars in the wide, dark sky.[৭]

এখানে নক্ষত্রমণ্ডলীর রাতের আকাশে ছড়িয়ে পড়ার 'ফল' এবং যুগলদের রাতের আঁধারে ছড়িয়ে পড়ার 'ফল' এক নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

৩. মেয় উভমম্ (Mey Uvamam / রূপ বা আকৃতিগত সাদৃশ্য): বাহ্যিক অবয়ব বা আকৃতির ওপর ভিত্তি করে যখন উপমা তৈরি হয়। যেমন, তোতাপাখির বাঁকানো ঠোঁটে ধরা নিম ফলকে তুলনা করা হয়েছে স্বর্ণকারের হাতুড়ির সাঁড়াশি দিয়ে ধরা সোনার মুদ্রার সঙ্গে:

> where the shining neem fruit in a parrot's curved beak appears like a golden jewel held in the tips of strong fingernails, as it is strung on a new necklace thread. [৮]

তোতাপাখির ঠোঁটের বক্রতা এবং নিম ফলের গোল আকৃতির সঙ্গে স্বর্ণকারের কাজের এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্য অত্যন্ত বিরল ও নান্দনিক।

৪. উরু উবমম্ (Uru Uvamam / বর্ণগত সাদৃশ্য): রঙের নিখুঁত মিল থেকে সৃষ্ট অলঙ্কার। যেমন, 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর একটি পদে বসন্তকালের কোকিল যখন আমের সোনালি মুকুলের পরাগ মেখে উড়ে যায়, তখন তার উজ্জ্বল কালো রঙের গায়ে লেগে থাকা হলুদ পরাগকে তুলনা করা হয়েছে কষ্টিপাথরের বুকে ঘষা সোনার রেখার সঙ্গে:

> when a black cuckoo with gleaming feathers looks like a touchstone rubbed with gold dust, as it pecks at fragrant pollen on a mango branch.[৯]

সঙ্গম প্রেমকাব্যের সবচেয়ে পরিশীলিত ও জটিল অলঙ্কার হল 'উল্লুড়ৈ উভমম্' (Ullurai Uvamam-Implied Simile) এবং 'ইড়ৈচ্চি' (Iraicci - Suggestive Meaning)। এগুলো কোনো সাধারণ বা প্রত্যক্ষ উপমা নয়, বরং প্রকৃতির একটি আপাত-সাধারণ দৃশ্যের আড়ালে কবির গোপন বার্তা লুকিয়ে রাখার কৌশল।

'কুড়ুন্দোগৈ' কাব্যে 'উল্লুড়ৈ উভমম্' অলঙ্কারে কবিতার পটভূমিতে থাকা দেবতাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান (যেমন পাখি, পশু, ফুল) ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন, "কুড়ুন্দোগৈ" ৮ সংখ্যক পদে জনৈক কবি মরুদম্ (কৃষি) অঞ্চলের একটি দৃশ্য বর্ণনা করছেন:

> "கழனி மாத்து விளைந்துகு தீம்பழம் / பழன வாளைக் கதூஉம் ஊரன்..."[১০]

(বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ: "কড়নি মাওতু ভিলৈন্দুগু তীম্পড়ম্ / পলন ভালৈক্ কদূউম্ ঊরন্...")

এখানে সমভূমির জলাশয়ের পাশে থাকা আমগাছ থেকে মিষ্টি পাকা আমটি সরাসরি জলে এসে পড়ে এবং জলের 'ওয়ালাই'(Valai) মাছটি লাফিয়ে উঠে তা গিলে নেয়। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি প্রকৃতির অতি সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু এখানে 'উল্লুড়ৈ' বা অন্তর্গূঢ় অর্থ হল: জলাশয়ের অধিপতি নায়ক (আমগাছ ও পুকুরের মালিক) তার ঘরের স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে রেখে বারবনিতার (ওয়ালাই মাছ) মিষ্টি কথায় ভুলে তার পাতা ফাঁদে পা দেয়।

'ইড়ৈচ্চি' হল এমন এক পরোক্ষ ব্যঞ্জনা, যা শব্দার্থের বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক ভাবমণ্ডল তৈরি করে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের 'ধ্বনি' মতবাদের সঙ্গে এর অদ্ভুত মিল রয়েছে। যেমন বলা যায়, 'কুড়ুন্দোগৈ' ৬৯ সংখ্যক পদে এক সখী নায়ককে পরোক্ষভাবে অবিলম্বে বিবাহ করার জন্য চাপ দিচ্ছে:

> O man of the hills, where, when a black-eyed, jumping male monkey died, his beloved wife, unable to escape her widowhood, left her strong but unlearned young in the care of close relatives, and leaped off the side of a high mountain

to end her life: we worry about you. / Do not come at night!/ May you live, and prosper![১১]

সখী নায়ককে পার্বত্য অঞ্চলের এই নারী-বানরের আত্মহত্যার গল্পটি শোনাচ্ছে। এর ইঙ্গিচ্চি বা ব্যঞ্জনার্থ হল: নায়ক যেন গোপন অভিসারের ঝুঁকিগুলো বোঝে। রাতে বন্য পথে আসার সময় যদি নায়কের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে নায়িকাও এই নারী-বানরের মতো জীবন বিসর্জন দেবে। নায়ককে সরাসরি বিবাহ করার কথা না বলে সখী প্রকৃতির এই করুণ রূপকের মাধ্যমে তাকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কবি নক্কীরনারের একটি পদে বিরহিনী নায়িকা তাঁর মনের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন প্রকৃতির মাধ্যমে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একটি ময়ূর ভুল করে দেবতাকে নিবেদন করা সোনালি বাজরা দানা (মিলেট) খেয়ে ফেলেছে। এরপর সেই ময়ূরটি ভয়ে দেব-নর্তকীর মতো কাঁপছে। এখানে ময়ূরের কম্পন আসলে নায়িকার অন্তরের বিরহ-দহনের রূপক। তিনি পাহাড় দেশের সেই 'পাহাড়-স্বামী'র স্মরণে একা জ্বলছেন এবং ময়ূরের মতো তাঁর তপ্ত তনু যন্ত্রণায় কম্পিত হচ্ছে। এই ময়ূরটি কেবল একটি পাখি নয়, এটি নায়িকার বিচলিত হৃদয়ের প্রতিফলন।

কবি কপিলর্ তাঁর এক পদে বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'ইটি' (Itti) গাছের জট পাকানো সাদা শিকড় পাহাড়ের পাথরকে জড়িয়ে ধরে আছে, যা দূর থেকে দেখলে স্থির জলপ্রপাতের মতো মনে হয়। এই চিত্রকল্পটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইটি গাছের শিকড় পাথরের ওপর যেভাবে অটল বন্ধনে আবদ্ধ, তা নায়ক ও নায়িকার দৃঢ় প্রেমের প্রতীক। যখন নায়কের পক্ষ থেকে মিলনের বার্তা আসে, তখন নায়িকা বলেন যে সেই সংবাদ তাঁর অন্তরে আগুনের ওপর ঘি ঢালার মতো প্রেমের টান বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কুড়ুন্দোগৈ' কাব্যে হাতির বর্ণনা অত্যন্ত বৈচিত্রময়। হাতির দাঁত বিক্রি করে পাহাড়ের মানুষের ক্ষুধা নিবারণের কথা উল্লেখ করে কবিরা জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে ছুঁয়ে গেছেন। আবার অন্য এক পদে হাতি যখন বাঁশ গাছকে বাঁকায়, সেই নমনীয়তাকে নায়িকার বাঁশের মতো সুঠাম কাঁধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই উপমাগুলো কেবল সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য নয়, বরং নিসর্গের সঙ্গে মানুষের শরীর ও মনের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর কবিদের কাছে এক বেদনাদায়ক সময়। কবি ভায়িলান দেভনারের পদে দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ায় মেঘেরা খেলা করছে এবং গোধূলি বেলায় দুগ্ধবতী গাভীরা তাদের বাছুরের কাছে ফিরে আসছে। এই ফিরে আসার দৃশ্য নায়িকার মনে তাঁর নিজের একাকিত্বকে প্রকট করে তোলে। অরণ্যে যখন সাদা জুঁই ফুল ফোটে, কবি তাকে তুলনা করেছেন প্রকৃতির 'সাদা হাসি'র সঙ্গে, যা আসলে নায়িকার যন্ত্রণাকে উপহাস করার মতো মনে হয়।

'কুড়ুন্দোগৈ' কাব্যে কবিদের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ ও আলঙ্কারিক তাৎপর্য নীচে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

কবির নাম	মূল আলঙ্কারিক শব্দবন্ধ ও অর্থ	সংশ্লিষ্ট পদ নং	আলঙ্কারিক তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ
সেম্বুলপ্ পেয়নীরার্ (Cempulap peyalnirar)	Cempulap peyalnir (লাল মাটি ও বৃষ্টির জল)	৪০	দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তার (নায়ক ও নায়িকা) এমন এক মিলন, যা লাল মাটিতে মেশা বৃষ্টির জলের মতো অবিচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয়।

অণিলাড়ু মুন্ড্রিলার্ (Anilatumunriyar)	Anilatumunril (উঠোনে কাঠবিড়ালির খেলা)	৪১	জনশূন্য মরুভূমির পরিত্যক্ত বাড়ির উঠোনে অত্যন্ত ভীরু প্রাণী কাঠবিড়ালির নির্ভয়ে খেলা করা, যা বিরহী নায়িকার চরম একাকীত্ব ও শূন্যতাকে নির্দেশ করে।
ওরেরুলভনার্ (Orerulavanar)	Orerulavan (একমাত্র লাঙ্গলধারী কৃষক)	১৩১	প্রথম বৃষ্টির পর যেমন একক লাঙ্গলের মালিক কৃষক অত্যন্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে জমি চষতে, তেমনি দূর থেকে ফেরা নায়ক তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে পরম ব্যাকুল।
কঙ্গুল্ ভেল্লত্তার্ (Kankulvellattar)	Kankulvellam (রাতের অন্ধকার যেন বন্যা)	৩৮৭	সন্ধ্যা বা দিনের কষ্ট সাঁতরে পার হওয়া গেলেও মাঝরাতের বিরহবেদনা যেন এক সীমাহীন কুচকুচে কালো জলের বন্যা, যার কোনো কূল নেই।
ভিট্ট কুদিরৈয়ার্ (Vittakutiraiyar)	Vittakutirai (ছুটে যাওয়া ঘোড়া)	৭৪	ঝড়ের পর নুয়ে পড়া বাঁশ যখন হঠাৎ সটান হয়ে আকাশে উঠে যায়, তার সেই গতিকে মুক্ত করে দেওয়া তেজস্বী ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
মীনেড়ি তূণ্ডিলার্ (Mineritantilar)	Mineritantil (মাছ ধরার বক্র ছিপ)	৫৪	বুনো হাতির টান খেয়ে বাঁশ যেভাবে নুয়ে পড়ে আবার সটান খাড়া হয়ে দোলে, তা যেন সুনিপুণ মাছ শিকারির হাতের বক্র ছিপের মতো ঢেউ খেলে যায়।

'বৈষ্ণব পদাবলী': রসতত্ত্ব ও উদ্দীপন বিভাব হিসেবে প্রকৃতি

প্রাচীন তামিল কাব্যের প্রায় দেড় হাজার বছর পর মধ্যযুগীয় বাংলায় 'বৈষ্ণব পদাবলী' সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। এই সাহিত্যধারায় প্রকৃতি আর কেবল বাস্তব নিসর্গ থাকে না, তা হয়ে ওঠে রাধা-কৃষ্ণের দিব্য লীলার এক আলঙ্কারিক মঞ্চ। বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রকৃতির এই বিশেষ ভূমিকাকে বলা হয়েছে 'উদ্দীপন বিভাব'। বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম বা ভক্তি হল একটি স্থায়ী ভাব, যা উপযুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপনের সাহচর্যে 'রস' হিসেবে আস্বাদনীয় হয়।[১২] এখানে প্রকৃতি সেই অনুঘটক যা রাধার হৃদয়ের সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করে। বৃন্দাবনের যমুনা নদী, নিকুঞ্জ বন, পূর্ণিমার চাঁদ, মলয় পবন এবং বর্ষার ঘন মেঘ— এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান রাধার মিলনাকাঙ্ক্ষা বা বিরহ বেদনাকে তীব্রতর করে। নাট্যরস ও কাব্যরস সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত ভট্টতোতের মতের উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে আমরা প্রকৃতির অনুষঙ্গ নিয়ে তিনি যা বলেছেন তার কিয়দংশ উল্লেখ করছি: "উদ্যান, কান্তা, চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুর বর্ণনা, বিলাস, পরিপূর্ণতা নিপুণভাবে প্রযুক্ত হ'লে বিষয়গুলি প্রত্যেক্ষের মতো পরিস্ফুট হয়।"[১৩]

'বৈষ্ণব পদাবলী'তে পাঁচটি রসের উল্লেখ আছে: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এর মধ্যে 'মধুর রস' বা কান্তাভাবের পদগুলোতে প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এখানে প্রকৃতি নায়ক ও নায়িকার মনের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে ঋতুচক্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বর্ষা ও বসন্ত এই দুই ঋতু প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগের প্রধান কেন্দ্র। মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি তাঁর পদে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্য এবং ব্রজবুলির অপূর্ব গীতিময়তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত বর্ষার পদে প্রকৃতির যে রুদ্র অথচ বিরহ-উদ্দীপক রূপ দেখা যায়, তা আলঙ্কারিক দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ:

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর॥[১৪]

এখানে 'ভরা ভাদর (পরিপূর্ণ বর্ষাকাল) এবং 'শূন্য মন্দির'(খালি গৃহ/হৃদয়) শব্দবন্ধ দুটির পাশাপাশি অবস্থান এক অসামান্য বৈপরীত্য অলঙ্কার (Antithesis) সৃষ্টি করেছে। বাহ্যিক প্রকৃতি বর্ষার জলে পরিপূর্ণ, কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে কবি লিখেছেন: "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি, / ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।" এখানে 'ঘন গরজন্তি' ও 'বরিখন্তিয়া' শব্দগুলোর অনুনাসিক ও অনুধ্বনাত্মক শব্দবিন্যাস (Onomatopoeia) বৃষ্টির অবিরাম পতন ও মেঘের গুরুগুরু ডাকের এক জীবন্ত ধ্বনিচিত্র গড়ে তোলে। কোকিলের কুহুতান বা ডাহুকের ডাক এখানে গান নয়, বরং রাধার হৃদয়ে তীরের মতো বিঁধে বিরহকে আরও তীব্র করে তোলে।

বিদ্যাপতি যেখানে রূপের ও অলঙ্কারের জহুরি, চণ্ডীদাস সেখানে সহজ সরল হৃদয়ের কবি। চণ্ডীদাসের পদে প্রকৃতির বাহ্যিক জাঁকজমক নেই, কিন্তু তা হৃদয়ের গভীরতম আর্তি প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। যেমন রাধার উক্তি:

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥[১৫]

পরবর্তীতে শ্যামের বাঁশির সুরকে প্রকৃতির এক অমোঘ শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার ডাকে 'যমুনার উজান বয়, বনের হরিণ ছুটে আসে এবং গৃহের কুলবধূ লোকলজ্জা ভুলে বনের দিকে ধাবিত হয়। এটি 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর 'কুড়িঞ্জি' (পার্বত্য অঞ্চলের গোপন মিলন) এবং 'নেয়দাল' (সমুদ্র তটের ব্যাকুলতা)-এর এক অপূর্ব মিশ্রণ।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনায় ব্যবহৃত প্রথাগত প্রাকৃতিক উপমান এবং তাদের আলঙ্কারিক রূপান্তরের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল:

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	প্রথাগত প্রাকৃতিক উপমান	আলঙ্কারিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য
কবরী ও কেশদাম	মেঘ, তমাল, অন্ধকার, চামর, সর্পগিরি	বিরহের তমসা, মোহ এবং কৃষ্ণের নীল রূপের স্মারক
ভ্রূযুগল	কামদেবের ধনু, ভ্রমর, সর্প	কটাক্ষের বাণ নিক্ষেপ এবং মনের গোপন কুটিলতা

চোখ	পদ্ম (কমলিনী), চকোর, সফরী (পুঁটি মাছ), খঞ্জন পাখি, মৃগী	চপলতা, কৃষ্ণরূপের তৃষ্ণা এবং চোখের জলের অবিরল ধারা
নাসিকা	তিলফুল, গরুড়চঞ্চু	সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক
দন্ত ও হাসি	মুক্তা, জুঁই কুঁড়ি (কুন্দ), ডালিম বীজ, কুন্দকুমুদ	
গমন ও গতি	করিবর (হাতি), রাজহংসী	লীলায়িত মন্থরতা ও গভীর আভিজাত্য

'বৈষ্ণব পদাবলী'-তেও 'কুড়ুন্দোগৈ'-র মতো পশু, পক্ষী, তরু, তৃণ ও গুল্মের অনুষঙ্গ রয়েছে। এখানে তা মানবিক আবেদনে মুখর। মূলত মানবিক প্রেমের আভাস ও তুলনা প্রসঙ্গে 'কুড়ুন্দোগৈ'-এ প্রকৃতির অনুষঙ্গ টানা হতো। এখানেও তা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোনো কোনো পদে প্রকৃতি যেন কৃষ্ণের বিরহে শোকাহত। প্রকৃতির সক্রিয় ভূমিকা এখানে লক্ষণীয়। অন্বেষক শুকদেব সিংহ পুরুষোত্তম দাসের একটি পদে প্রকৃতির মর্মান্তিক দুঃখ বা ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন[১৬]। পদটি হল নিম্নরূপ:

গোকুল ছোড়ি যবহঁ তুই আয়লি
তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজবাসি কিয়ে থাবর জঙ্গম
বিরহ দহনে দহি গেল॥
তুয়া প্রিয় যতহঁ সুরভিকুল আকুল
ত্রীণ কবল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর লোচন ঝর ঝর
পানি না পীবত দূখে॥
কোকিল ভ্রমরা সারী শুকবর
রোয়ত তরুপর বৈঠি।
তোহারি ময়ূর মৃগীকুল লুঠয়ে
শকতি নাহি বনে পৈঠি॥
তরুকুল পল্লব সবহঁ শুকায়ল
তেজল কুসুম বিকাশে
এতই বিপদ তোহেঁ কতয়ে নিবেদব
দুখি পুরুষোত্তম দাসে॥[১৭]

বসন্ত ঋতু মিলনের ঋতু। কোকিলের কুজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং মলয় পবনের স্পর্শ রাধাকে কৃষ্ণের অনুরাগে উন্মত্ত করে তোলে। এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, তা রাধার অন্তরের অনুরাগ সঞ্চার করার এক সক্রিয় কারিগর। প্রকৃতি বিষয়ক অলঙ্কার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আলোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন:

> অলঙ্কারের শেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রকৃতি। ...বিদাপতির পদাবলীতে বসন্ত ও বর্ষা স্বতঃই প্রাধান্য পায়। কারণ প্রেম-বসন্তে জ্বলন্ত এবং বর্ষায় সিক্ত। প্রেমের আহ্বান ও প্রতিরোধ ঐ দুই ঋতুতে। বিদ্যাপতির নিসর্গ-বিষয়ক অলঙ্কারগুলি বহুক্ষেত্রে হৃদয়বাসনায় রঞ্জিত। ...বসন্তে আম্রবৃক্ষের নব নব কিশলয়কে মদনের বহুসংখ্যক নূতন ধ্বজা মনে হয় (৫০৬), এবং পুষ্পোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে- 'ফুলের আগুন'- কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসে-"কিংশুক ফুলে যেন

আগুন লাগাইয়া দিল" (২১৮), "বিকচ পরাগ-অগ্নি জ্বলিতেছে" (৫০৬)। মলয় পবন এই বসন্তের বিজয় ঘোষণা করে (২১৮) ও যুবতীর মান পান করে নিঃশেষে (২১২)। ...বসন্তে কোকিলের দুটি প্রধান কাজ, আম্রমঞ্জরী চিবান ও মানিনীর মান পান করা (১৭৩)। মানিনীর মানের পান-রসিক প্রাণী আরো আছে, যেমন ভ্রমর, কবি তাহার কথাও বলিয়াছেন (৪৭৫)।[১৮]

'কুড়ুন্দোগৈ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী': তুলনামূলক বিশ্লেষণে

'কুড়ুন্দোগৈ' ৪০-এর செம்புலப் பெயணீர் (Sembulappeynir)[১৯] শব্দবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়— Cem (লাল/রক্তিম) + pulam (মাটি/ভূমি) + peyal (পতন/বর্ষণ) + nir (জল)। এই একটি মাত্র শব্দে লাল মাটি ও বর্ষার জলের ভৌত ও রাসায়নিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে মিলনের এমন এক রূপক তৈরি হয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করতে বাংলার সাধারণ বাক্যে অনেক বেশি শব্দের প্রয়োজন হয়। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে এই সংমিশ্রণ ঘটে মূলত সংস্কৃত সমাসের আধারে। যেমন—'শূন্য-মন্দির' বা 'শ্যাম-অনুরাগ'। কিন্তু এখানে প্রকৃতির চিত্রটি রূপকের চেয়েও বেশি কাজ করে 'ভাবপ্রকাশের প্রভাবক' হিসেবে।

'কুড়ুন্দোগৈ' ১২২ পদে ওরেম্পোকিয়ার (Orempokiyar) সন্ধ্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা লক্ষ করা যাক:

"ங்காற் கொக்கின் புன் புறத்தன்ன குண்டுநீர் ஆம்பலும் கூம்பின..."[২০]

(বাংলা লিপ্যন্তর: পৈঙ্গার্ কোক্কিন্ পুন্পুরত্ তন্ন কুণ্ডুনী রাম্পলুঙ্ গূম্পিন")

এখানে গভীর জলের সাদা শালুক ফুলগুলোর সন্ধ্যার সময়ে বুজে যাওয়াকে তুলনা করা হয়েছে জলাশয়ের পাড়ে ঘুমন্ত সাদা বকের ধূসর-সাদা পিঠের সঙ্গে। এটি 'মেয়-উরু উভমম্' (আকৃতি ও বর্ণগত সাদৃশ্য)-এর এক অনবদ্য মেলবন্ধন। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে বকের এই উপমান অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু তার প্রয়োগ ঘটে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায়। আলভার সন্তদের কাব্যে এবং পরবর্তীকালের পদাবলীতে রাধার ভেজা চোখের জলকে তুলনা করা হয়েছে শালুক বা পদ্মের সঙ্গে এবং তাঁর বিরহী হৃদয়কে উপমিত করা হয়েছে সেই পুকুরের সঙ্গে, যেখানে সাদা বক মাছ শিকারের জন্য নীরব তপস্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর ধর্মনিরপেক্ষ দৃশ্যটিই 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে এসে পরমাত্মার ধ্যানের প্রতীকী রূপ ধারণ করে।

'কুড়ুন্দোগৈ' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'র মধ্যে কাল ও স্থানের বিস্তর ফারাক থাকলেও প্রকৃতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়:

- প্রকৃতি ও মানবিক সম্পর্কের সংহতি: সঙ্গম কাব্যের 'উল্লুরাই' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'র 'উদ্দীপন বিভাব' আসলে একই তাত্ত্বিক সত্যের দুই পিঠ। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর কবিরা দেখিয়েছেন কীভাবে প্রকৃতির দৃশ্যগুলো মানুষের মনের প্রতিফলন হিসেবে কাজ করে। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তেও চাতক পাখির বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা বা পদ্ম ফুলের প্রস্ফুটন রাধার কৃষ্ণাভিসারের সমান্তরাল। উভয় সাহিত্যেই প্রকৃতিকে মানুষের 'অগম' বা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়েছে।
- সঙ্গম কাব্যের প্রকৃতি অত্যন্ত বাস্তবমুখী এবং পরিবেশ-সংলগ্ন। সেখানে পাহাড়ের ঢালে শিকারি, অরণ্যের হাতি বা সমুদ্রের মাছ ধরার বর্ণনা অত্যন্ত নির্ভুল ও জাগতিক সত্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে প্রকৃতি এক আধ্যাত্মিক ও অপার্থিব ব্যঞ্জনা লাভ করে। এখানে বৃন্দাবন কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়, তা একটি চিন্ময় চেতনা, যেখানে প্রতিটি লতা-পাতা ভগবানের লীলার অংশীদান।

- নারীর জবানবন্দিতে প্রকৃতির আর্তি: উভয় সাহিত্যেই নারী হৃদয়ের আবেগ প্রকৃতির মাধ্যমে বেশি ফুটে উঠেছে। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর 'নাদাল' (Nayika) এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'র 'শ্রীরাধা' উভয়েই প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও অনুকূলতাকে তাঁদের প্রেমের কষ্টিপাথর হিসেবে দেখেন। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর বিরহিনী নায়িকা যেমন উত্তর পবনের যন্ত্রণায় কাঁদেন, রাধাও তেমনি বর্ষার অন্ধকার রাতে অভিসারে বেরিয়ে ঝড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

'কুড়ুন্দোগৈ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'র প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগকে আরও গভীরভবে বোঝার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট মোটিফ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই আসি, চাঁদ প্রসঙ্গে। উভয় সাহিত্যেই চাঁদ আলঙ্কারিক তাৎপর্যে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। কোথাও চন্দ্রাতপ, কোথাও বা চন্দ্রের দশা মানব-মানবীর প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুটি মন্তব্যের মাধ্যমে আমরা সঙ্গম সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্যে চাঁদের আলঙ্কারিক তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো—

> The moonlight, though it gives pleasure to the people, who are married and are living close in happy union, affects to a considerable extent, the lives of the clandestine lovers and the separated couples, placed far away from one another. In one poem, if is seen that a lady-companion blames the moon for emitting its bright rays, thereby exposing the hero to the sight of others, when he eagerly comes to meet his lady-love in the nights by passing through all the perils and dangers on the way. When the slow moon climbs, it is very attractive to see. A poet compares the crescent moon of the eighth day rising over the sea in the sky with the little fore-head of the heroine.[২১]
>
> চন্দ্র নাই এমন প্রেমও নাই ভারতীয় কাব্যে। চন্দ্র-চন্দন-বনিতা কাব্যের উপাদান। চাঁদ সম্বন্ধে বর্ণনার অজস্র রূপ অজস্রভাবে দেখিয়াছি। চাঁদ কেন কলঙ্কগ্রস্ত, কেন কলায় বিভক্ত, কেন রাহু তাহাকে গ্রাস করে-এইসব বিষয়ে আলঙ্কারিক গবেষণা আছে বিদ্যাপতির পদে (৩১৮)। অভিসারের সময় এই চন্দ্রের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ইহাকে চণ্ডালের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে (৯৯)। এই চন্দ্র প্রস্ফুটিত কুমুদের রসে লুব্ধ (১০২)। কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্রোদয়ের বর্ণনাই উৎকৃষ্টতর। অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রোদয় কিংবা তাহার দ্বারা চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি (৯০, ৩১৩), চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার কর্তৃক রাত্রিকে ত্যাগ (৯৮) প্রভৃতি বর্ণনা সুন্দর। এ বিষয়ে মাদকতাময় বর্ণনা-তমোমদিরা পানে উন্মত্ত মন্দ চন্দ্র (১০০)।[২২]

সঙ্গম সাহিত্যে ময়ূর হল কুরিঞ্জি অঞ্চলের প্রধান পাখি, যা মিলনের উল্লাস ও প্রকৃতির সজীবতাকে প্রকাশ করে। ময়ূরের নৃত্য মেঘের আগমনের সংকেত দেয়, যা প্রেমিক যুগলের কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তেও ময়ূরের নাচ কৃষ্ণের উপস্থিতিকে উদ্দীপ্ত করে, কৃষ্ণের মুকুটের ময়ূরপুচ্ছ সেই গভীর সংযোগের প্রতীক। অন্যদিকে কোকিলের ডাক সঙ্গম সাহিত্যে বসন্তের উদ্দীপক হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে তা বিরহিনী রাধার কাছে অনেক সময় যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়, কারণ তা কৃষ্ণের অনুপস্থিতিকে প্রকট করে তোলে।

সঙ্গম সাহিত্যে 'বেণু' বা বাঁশ গাছ হল সৌন্দর্যের মাপকাঠি। নায়িকার হাত বা পায়ের কোমলতাকে বাঁশের মতো নমনীয় বলে বর্ণনা করা হয়। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে লতা ও বৃক্ষকে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের ওপর রাধার নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে। লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে বাঁচে, রাধাও তেমনি কৃষ্ণকে আশ্রয় করে তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন।

ইকো-ক্রিটিসিজম ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা বা 'ইকো-ক্রিটিসিজম'-এর দৃষ্টিতে 'কুড়ুন্দোগৈ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'র অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই সাহিত্যধারা প্রমাণ করে যে মানুষ ও প্রকৃতি কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, বরং তারা একই বাস্তুতন্ত্রের অংশ। সঙ্গম কবিদের থিনাই ব্যবস্থা আসলে একটি অত্যন্ত উন্নত প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস, যা পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বকেও পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করে। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর কবিরা অরণ্য বা জলাশয় নষ্ট করার বিরুদ্ধে সজাগ ছিলেন কারণ প্রকৃতির ধ্বংস মানেই মানুষের আবেগের ধ্বংস। একইভাবে 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে বৃন্দাবনের প্রতিটি গাছ ও নদীকে দেবতার আসন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা প্রকৃতির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে। সমকালীন বিশ্বে যখন পরিবেশ সংকট তীব্র, তখন এই ধ্রুপদী সাহিত্যগুলোর প্রকৃতি-নির্ভর জীবনদর্শন আমাদের নতুন পথ দেখাতে পারে।

'কুড়ুন্দোগৈ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'—উভয় সাহিত্যই প্রকৃতির আলঙ্কারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মানবপ্রবৃত্তির চিরন্তন সত্যগুলোকে উন্মোচিত করেছে। সঙ্গম সাহিত্যের 'ইরাইচ্চি' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'র 'উদ্দীপন বিভাব' আসলে একই মানবিক অনুভূতির ভিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক সংস্করণ। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর প্রকৃতি যেখানে বাস্তবের ধুলোবালি ও মাটির গন্ধমাখা, 'বৈষ্ণব পদাবলী'র প্রকৃতি সেখানে আধ্যাত্মিক ও মানবিক সুগন্ধ তথা অলৌকিক ও লৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। 'কুড়ুন্দোগৈ'-এর ময়ূরের কাঁপুনি বা 'বৈষ্ণব পদাবলী'র যমুনার ঢেউ— সবই মানুষের হৃদয়ের অস্থিরতা ও প্রশান্তির প্রতীক। সঙ্গম সাহিত্যের যে আদি বীজ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রকূলে রোপিত হয়েছিল, তা-ই মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের পথ বেয়ে বাংলার শ্যামল মাটিতে এসে বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর রসে এক নতুন নন্দনতাত্ত্বিক ফুল হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রকৃতির এই আলঙ্কারিক সহাবস্থানই প্রমাণ করে যে, মানুষের চিরন্তন প্রেম ও বিরহের ভাষা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন এক সুরেই স্পন্দিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. 'সঙ্গম যুগে সহজিয়া কবিরা স্বচ্ছন্দ প্রকৃতি নির্ভর কবিতা লিখতেন।'— জানকীরামণ, টি। বিগত তিন দশকের তামিল সাহিত্য, দ্র. ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদক), দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬, পৃ. ১২৭।

২. Jayanthasri Balakrishnan, KURUNTOKAI (Text, Transliteration and Translation in English Verse and Prose), CENTRAL INSTITUTE OF CLASSICAL TAMIL, Chennai, First Published: 2013, p. xvi.

৩. "The emotional experience is called 'uripporu!' (the objects of environment). The background of their life serves as the stage where action takes place, since stage and action are very important for dramatic poetry. The description of Nature consists in two parts called 'mutarporu!' (the place and time) and 'karupporu!' (the objects of environment)"— Varadarajan, M. THE TREATMENT OF NATURE IN Sangam Literature (Ancient Tamil Literature), The South India Saiva Siddhanta, Works Publishing Society, Tinnevelly, Ltd., May 1957, p. 4.

৪. C. Balasubramanian, A Critical Study of Kuruntokai, Narumalarp Patippakam, Madras 600 029, First Edition: 1991, pp. 175-176.

৫. Sastri Subrahmanya, P.S. TOLKAPPIYAM: The Earliest Extant Tamil Grammar With a short commentary in English, Volume I, The Kuppuswami Sastri Research Institute, Chennai-600 004, Second Edition: 1999, pp. 29-35.

৬. Jayanthasri Balakrishnan, KURUNTOKAI (Text, Transliteration and Translation in English Verse and Prose), op. cit., p. 312.

৭. Ibid, p. 58.

৮. Ibid, p. 87.

৯. Ibid, p. 250.

১০. Ibid, p. 11.

১১. Ibid, p. 89.

১২. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কার-শাস্ত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ২৫-২৬।

১৩. সান্যাল, অবন্তীকুমার। অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬, পুনঃ মুদ্রণ সংস্করণ: ১লা বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ১১৫।

১৪. মজুমদার, বিমানবিহারী। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৩, পৃ. ১৬৫।

১৫. মজুমদার, বিমানবিহারী। চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ: মাঘ ১৪২৩/ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৯৮।

১৬. সিংহ, শুকদেব। শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, ভারতী বুক স্টল, ৬ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জুলাই, ২০০২, পৃ. ২৮৪।

১৭. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত)। বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৮৫৩।

১৮. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৫৭, পৃ. ৫৯১-৫৯২।

১৯. Jayanthasri Balakrishnan, KURUNTOKAI (Text, Transliteration and Translation in English Verse and Prose), op. cit., p. 53.

২০. Ibid, p. 158.

২১. C. Balasubramanian, A Critical Study of Kuruntokai, op.cit., p. 185.

২২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। পূর্বোক্ত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, পৃ. ৫৯২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. সেন, সুকুমার (সংকলিত)। বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৭।

২. Marudanayagam, P. Ancient Tamil Poetry and Poetics: New Perspectives, Central Institute of Classical Tamil, Chennai, First Published: 2010.